প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশের এই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক গতিশীলতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬৫ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরের ১,৬১০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৫২ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার গত ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাস শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৮৪ শতাংশে। রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৯১ শতাংশ। রপ্তানি খাতও ইতিবাচক রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৩৩ শতাংশ। জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২৬.২২ শতাংশ। মূলত বৃহৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৫১ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় আমদানি ব্যয় অধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাব ঋণাত্মক হয়েছে। তবে, এ সময় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে সামান্য ঘাটতি সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। সর্বশেষ ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৬.৮ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৮ শতাংশ। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বৈশ্বিক অর্থনীতি

পর পর দুই বছর মন্থর গতির পর ২০১৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। ফলে, ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৫ শতাংশ বেশি এবং ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ। এই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি ছিলো উন্নত দেশের অর্থনীতির বিনিয়োগ সক্ষমতা ফিরে পাওয়া, বিকাশমান এশীয় দেশগুলোর ধারাবাহিক শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা, ইউরোপের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর ঘুরে দাঁড়ানো এবং ভোগ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহের আর্থিকভাবে সক্ষমতা ফিরে পাওয়া। পাশাপাশি, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি, উন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির সাথে বাজারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, গঠনমূলক আর্থিক পরিস্থিতি এই প্রবৃদ্ধির পেছনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। আইএমএফ এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2018 অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালের তুলনায় ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৯ সালেও অব্যাহত থাকবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে।

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ্য পণ্যের দাম ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন গতির সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির প্রত্যাশিত গতি মন্থর হতে পারে। এর বিপরীতে, বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একই রকম অর্থাৎ ৬.৫ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ২.৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে এবং এ প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২.৭ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি, অনুকূল বাজার, সমন্বয়মূলক আর্থিক অবস্থা, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটি ঘটেছে। পাশাপাশি, ২০১৭

সালে বিনিয়োগের মন্থর গতি সত্ত্বেও চীনের রপ্তানি বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার এবং ভারতে অভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দেশ দুটির প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে ।

অন্যদিকে, অন্তত ৪০টি বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশের অর্থনীতি উন্নত দেশের অর্থনীতির তুলনায় ধীরগতিতে এগিয়ে যাবে। ফলে বেশি সম্পদশালী দেশগুলোর সঙ্গে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনতে তারা সমর্থ হবে না। অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি ও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় থাকায় ধারাবাহিক নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতি বজায় রয়েছে যা ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ-বাজারমুখী হওয়ার নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির ঝুঁকিও রয়েছে।

চীনের উৎপাদন মূল্যসূচক চার বছরে ঋণাত্মক অবস্থান থেকে ফিরে এসেছে, যা কাঁচামালের (raw materials) মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। চলতি বছর ব্যারেল প্রতি জ্বালানি তেলের দাম ৬৫ ডলারে উন্নীত হয়েছে ২০১৫ সালের পর সর্বোচ্চ। বিগত বছরের তুলনায় মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ উন্নত অর্থনীতির দেশে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার নিচে অবস্থান করছে। এই দেশগুলোর গড়ভিত্তিক (১২ মাসের গড় ভিত্তিতে) ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০১৮তে ১.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ব্যতিক্রমী। জুন ২০১৬ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পাউন্ডের অবচিতি ঘটলেও ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে যুক্তরাজ্যের সার্বিক মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার ০·৪ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ২·৭ এ অবস্থান করছে। একই কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক গ্রুপ	২০১৬	২০১৭	২০১৮*	২০১৯*
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.২	৩.৮	৩.৯	৩.৯
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৭	২.৩	২.৫	২.২
যুক্তরাষ্ট্র	১.৫	২,৩	২.৯	২.৭
ইউরো অঞ্চল	১.৮	২.৩	২.৪	২.০
যুক্তরাজ্য	১.৯	১.৮	১.৬	১.৫
জাপান	০.৯	১.৭	১.২	০.৯
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৪	৪.৮	৪.৯	৫.১
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৬.৫	৬.৫	৬.৫	৬.৬
চীন	৬.৭	৬.৯	৬.৬	৬.৪
ভারত	৭.১	৬.৭	৭.৪	৭.৮

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2018, IMF,* প্রক্ষেপণ

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০১৬	২০১৭	২০১৮*	২০১৯*
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	০.৮	১.৭	২.০	১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	১.৩	২.১	২.৫	২.৪
ইউরো অঞ্চল	০.২	১.৫	১.৫	১.৬
যুক্তরাজ্য	০.৭	২.৭	২.৭	২.০
জাপান	-০.১	০.৫	১.১	১.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৩	৪.০	৪.৬	৪.৩
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	২.৮	২.৪	৩.৩	৩.৩
চীন	২.০	১.৬	২.৫	২.৬
ভারত	৪.৫	৩.৬	৫.০	৫.০

উৎস: World Economic Outlook, April 2018, IMF,* প্রক্ষেপণ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৭.৬৫ শতাংশ এবং চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.২৮ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশে, যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২.৯৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের ৩টি উপখাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজি এবং প্রাণিসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে; বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার সামান্য হ্রাস পেয়েছে। তবে, মৎস্য সম্পদ খাতেও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'তে অন্যান্য খাতের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.১০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৪ শতাংশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৯৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১০.২২ শতাংশ। শিল্প খাতের ৪টি খাতের মধ্যে ২টির (খনিজ ও খনন এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত) প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও ২টির (ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ খাত) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উল্লেখ্য, এ দুটি খাত শিল্প খাতের ৯৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩০.৩ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'তে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩২.৪২ শতাংশ।

বৃহৎ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূবর্বর্তী অর্থবছরের ৬.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬.৩৩ শতাংশে। সেবাখাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এস্টেট ও ভাড়া ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসহ কয়েকটি খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫২.১৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫২.৮৫ শতাংশ।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৫৪৪ মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৭৭ মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৬১০ মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৭৫২ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৬১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২৫.৩৩ শতাংশ। একইভাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে মোট জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৬৪ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২৮.০৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৪৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩০.৫১ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৮.২২ শতাংশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৩.২৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৪১ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.১০ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পরিমিত অবস্থান, জোরালো আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে এবং একইসাথে বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার তেজীভাব থেকে সৃষ্ট দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি একইসাথে বন্যাজনিত কারণে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতি চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে দেশীয় অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপকে ঊর্ধ্বমুখী রেখেছে। মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। জুন ২০১৭তে এ হার ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। তবে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্য উৎপাদন উপকরণাদি, মূলধন যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সম্পর্কিত আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি প্রবৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যদিও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পরিমিত আছে। ফলশ্রুতিতে, নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে। NFA এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের নিম্নমুখী ধারা রিজার্ভ মুদ্রার (RM) প্রবৃদ্ধি পরিমিত রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে সহায়তা করতে পারে।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এসময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,৫৯,৪৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.৫৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২,২৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০৫ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৪ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৬,৯৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২০ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS^{++})* ডাটা বেজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,২৬,৮৩৪

কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৯১ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,০৩০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৯৫ শতাংশ কম। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৮) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৪১,৮৬৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৬৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৭১ শতাংশ বেশি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,২১,৯৬৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৩৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ১৪.৬৮ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৩.৩০ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ১৯.৩১ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক: ১৮.৪৩ শতাংশ এবং অন্যান্য শুল্ক: ১০.৩৯ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ৩১.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৮৭১ কোটি টাকায়।

এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্বের মধ্যে আয় ও মুনাফার উপর কর এবং মূল্য সংযোজন করের তুলনায় আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক এর প্রবৃদ্ধির হার বেশি। যানবাহন কর এবং ভূমি রাজস্ব খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিকভাবে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব হ্রাসের ফলে কর-বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৭১,৪৯৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,২৩,১৪৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৯৭ শতাংশ) এবং ১,৪৮,৩৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৬৩ শতাংশ)। $iBAS^{++}$ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৪৬,২৪৫ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,১২,৪০০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩৩,৮৪৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৫৭ শতাংশ ও ১১.৩৭ শতাংশ।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,১২,০৪১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ৪৫,৯০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০৫ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৬১৫১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৯৫ শতাংশ) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ২০০৪১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৯৫ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৪৬,১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০৬ শতাংশ) ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৬ ভাগের নীচে সীমিত রেখে শতকরা ৭.৪ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যোগ্য ও উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল আর্থিক সূচকসমূহ (Key monetary aggregates) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকায় এবং ঋণাত্মক নীট বৈদেশিক সম্পদ ও দেশীয় অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার তারল্য স্ফীতি রোধে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার যথাক্রমে ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

মুদ্রা পরিস্থিতি

২০১৭-১৮ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৮.৫৬ ভাগ হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার স্বল্প প্রবৃদ্ধির (১২.৬৬ শতাংশ) ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.১৬ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৪.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের বৃদ্ধির হার ১১.৯৩ শতাংশ থেকে বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.৪৯ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৮৮ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ১৯.৭৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.৯৩ শতাংশ।

সুদের হার

২০১৩ সাল থেকে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদহার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ৬.১০ শতাংশ ছিল যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৫৬৩টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৬৮টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৯,৪৭১.২৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৩৩ শতাংশ), যা ৩০ জুন ২০১৭ এর ১,১৬,৫৫১.০৮ কোটি টাকার তুলনায় ২.৫১ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,৮০,১০০.১০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৯৯ শতাংশ), যা ৬.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪,০৪,৪৩৮.৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.০৭ শতাংশ) । ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৭ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৬৫৬.০৫ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ ২.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৮০৪.৯৪ পয়েন্ট। জুন-ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৬,৫৫১.০৮ কোটি টাকা থেকে ১,১৯,৪১৬.২১ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ২.৪৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ৩,৮০,১০০.১০ কোটি টাকা থেকে ৪,২২,৮৯৪.৫৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশি।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৩০৩টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩০৮টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩,০৯৩.৪৮ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ এর ৬০,৬৫৭.২০ কোটি টাকার তুলনায় ৪.০২ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,১১,৩২৪.২৯ কোটি টাকা, যা ৭.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৩৪,৫৬০.০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯৫ শতাংশ) । চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৭ সালের জুন শেষে ছিল ১৭,৫১৬.৭১ পয়েন্ট, যা

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে ২.৩৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭,৯২৬.৪৩ পয়েন্ট।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৪৫১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এর মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৫.৯৪ শতাংশ এবং ১১.৫৬ শতাংশ। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চামড়া, হিমায়িত পণ্য এবং টেরি টাওয়েল খাতে আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে প্রকৌশল সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী, কৃষিজাতপণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৩,৯০০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৫.৯৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে বর্ণিত রপ্তানি আয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, হোমটেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্য।

আমদানি

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬.২ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪৭,০০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৯.০ শতাংশ বেশি। দেশভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে। চলতি অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৭.৪ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে মালয়েশিয়া (২১.২%) ও ভারত (১৫.২%)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে দেশের আমদানি বাবদ মোট ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনশক্তি রপ্তানি এবং তাদের প্রেরিত অর্থ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রথম দশ মাসে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.৯২ লাখ এবং এ সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল ১২,০৮৮.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিগত ১০ বছরে অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৭ শতাংশ। ২০০৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ০.০৮ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৭ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক দশকে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪৩.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫৬.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৯.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। চলতি অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব; এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সম্প্রতি মালয়েশিয়া, হংকংসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শ্রম চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাপক হারে শ্রমশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে বাণিজ্য ভারসাম্যে ১১,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্ণিত সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ

বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) ৫,৯০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৬,৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিসহ সেবা খাতে এবং প্রাথমিক খাতে আয় হ্রাস পাবার কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে এ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ঋণাত্মক থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছর শেষে (জুন ২০১৭) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির মাস হিসেবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৭.২ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের চাহিদাও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি বরং মোট ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৯.১ যা ৯ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫.০৫ শতাংশ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮৩.১০ এ দাঁড়ায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

কর রাজস্ব আহরণ

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে তিনটি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে-

(ক) উৎস কর খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় উৎস কর ইউনিট প্রতিষ্ঠা;

(খ) ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন;

(গ) কেন্দ্রীয় উৎস কর ইউনিটের অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক উৎস কর মনিটরিং অঞ্চল গঠন।

- আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর তথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে;
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনার একটি উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন;
- 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১', 'মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১' এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান সহজীকরণ করা হয়েছে;
- অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (Key Performance) মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলমান। বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং মূল্যায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হিসাবায়ন পদ্ধতি (Integrated Budgeting and Accounting System (*iBAS*) উন্নত করে $iBAS^{++}$ এ রূপান্তর করা হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারের সকল আর্থিক লেনদেন, বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এ শ্রেণিবিন্যাস (Coding System) অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- অনলাইনের প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Digital ECNEC প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- ব্যাংকগুলোর সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে মার্চ ২০১৬তে জারিকৃত 'Asset-Liability Management Guidelines' এর আলোকে নতুন প্রবর্তিত দুটি বিবরণী যথাক্রমে Wholesale Borrowing এবং Commitment Limit এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩' এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের Exposure (ঋণ, আমানত বা অন্য যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতঃ তদারকি জোরদার করা হয়েছে।
- সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে LCR ও NSFR এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসব আর্থিক সূচকে ব্যাংকগুলোর অবস্থান অধিকতর সুসংহত করার এবং আমানতের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রিম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রিম-আমানত হার (ADR)/ বিনিয়োগ-আমানত হার (IDR) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

- 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৫' এর সংশোধন করা হয়েছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২০২১ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2019-2021) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৫.৩ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৬.২ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯ শতাংশে উন্নীত হবে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা

বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখতে নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

জ্বালানি ও অবকাঠামো ঘাটতি দূরীকরণে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি নতুন গ্যাসক্ষেত্র সন্ধানেরও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামো ঘাটতির প্রতিবন্ধকতা অপসারণে সড়ক, রেলপথ এবং সেতুসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে সারাদেশে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৭৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২৩টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। পদ্মাসেতুসহ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী বৃহৎ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এমটিএমএফে আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বেশি। পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১৩.৮ শতাংশ এবং ১৪.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেটে সংশোধিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.৪ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০২০-২১ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৯.২ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৬.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৮ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দেয়ার ফলে এডিপি ব্যয় বাড়বে। এডিপি বরাদ্দ পরবর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.২ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সার্বিকভাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশ থাকবে। পরবর্তী বছরসমূহেও বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জিডিপি'র ৩ শতাংশ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ২.১ শতাংশ নির্বাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ২.১ শতাংশ নির্বাহ করা হবে, যা মূলত সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত। ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ব্যাংক থেকে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে জিডিপি'র ১.১ শতাংশ নির্বাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই অর্থবছরে ব্যাংক বহির্ভূত খাত অর্থায়ন যথাক্রমে জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ থেকে ০.৮ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ৩.৪ থেকে ৩.৫ শতাংশের মধ্যে এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৬ শতাংশের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার তুলনামূলভাবে বেশি হওয়ায় এ খাত থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঘাটতি অর্থায়নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে সুদের হার যৌক্তিকীকরণসহ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

নেয়া হয়েছে। ফলে এমটিএমএফে অর্থায়নের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঘাটতি অর্থায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তী তিন অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৪-১৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে এমটিএমএফে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৬.৮ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বজায় রেখে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

রপ্তানি ও রেমিট্যান্সখাত দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা (domestic demand) রয়েছে। ফলে অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে না মর্মে আশা করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আমদানির ৭০-৭৫ শতাংশ হলো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি তেল প্রভৃতি)। মধ্যমেয়াদে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ১৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছর নাগাদ মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে। ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র ২.০ থেকে ২.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকবে যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনীতির ভিত আরো দৃঢ় করার জন্য বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আশা করা যায়। সারণি ১.৩ হতে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	৬.৬	৭.১	৭.৩	৭.৪	৭.৭	৭.৮	৮.০	৮.২
মূল্যস্ফীতি (%)	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৬.৩	৫.৫	৫.৮	৫.৬	৫.৬	৫.৫
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৫	৩১.৯	৩১.৫	৩৩.৫	৩৪.৪	৩৫.৩
বেসরকারি	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৩.২	২৪.৮	২৫.৫	২৬.২
সরকারি	৬.৬	৬.৮	৬.৭	৭.৪	৮.৬	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব খাত									
মোট রাজস্ব আয়	১০.৫	৯.৬	১০.০	১০.২	১৩.০	১১.৬	১৩.৪	১৩.৮	১৪.২
কর রাজস্ব	৮.৬	৮.৫	৮.৮	৯.১	১১.৫	১০.৪	১২.১	১২.৫	১২.৯
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৩	৮.২	৮.৪	৮.৭	১১.২	১০.১	১১.৭	১১.৯	১২.৩
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.৮	১.১	১.২	১.২	১.৪	১.২	১.৩	১.৩	১.৩
সরকারি ব্যয়	১৪.০	১৩.৫	১৩.৮	১৩.৭	১৮.০	১৬.৬	১৮.৪	১৮.৮	১৯.২
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.১	৪.০	৪.৬	৪.২	৬.৯	৬.৬	৬.৮	৭.১	৭.২
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৬	-৩.৯	-৩.৮	-৩.৪	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৬	৩.৯	৩.৮	৩.৪	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.৪	২.৯	২.৮	২.৭	৩.০	৩.৫	৩.৫	৩.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	০.৫	০.৯	০.৪	২.৩	২.১	১.৫	১.৬	১.৬
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন,বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.৬	১০.০	১৪.২	১১.২	১৬.৮	১৫.৮	১৫.৬	১৭.৩	১৮.৬
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৫	১৬.৮	১৬.৫	১৬.৭	১৬.৯
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৬.১	১২.৪	১৬.৩	১০.৯	১৫.৬	১৩.৩	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৯
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১২.১	৪.৮	৭.২	১.৭	১১.০	৯.০০	১০.০	১১.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	৮.৯	১১.৩	-২.০	৯.০	১২.০	১৮.০	১৩.০	১৪.০	১৪.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-১.৬	৮.৫	-৩.৯	-১৪.৪	৫.০	১৫.০	১৩.০	১৪.০	১৪.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	০.৮	০.২	১.৯	-০.২	-০.৬	-১.৮	-২.০০	-২.৩	-২.৪
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২১.৫	২৫.৮	৩০.২	৩৩.৪	৩৬.৮	৩৩.৫	৩৩.৩	৩২.৮	৩২.২
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৫.৯	৬.৬	৭.৮	৮.০	৭.২	৬.৮	৬.০০	৫.২	৪.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭৩২৯	১৯৭৫৮	২২২৩৬	২২৩৮৫	২৫৩৭৮	২৮৮৫৯	৩২৯০৫

উৎস: অর্থ বিভাগ।